হিসাব খোলার ফরম

মুদারাবা মেয়াদি জমা / মুদারাবা সঞ্চয়ী স্কিম

হিসাবের শিরোনাম (বাংলায়)	
Title of the Account	
হিসাব নম্বর	
ইউনিক গ্রাহক আইডি কোড	
শাখা/উপ-শাখার নাম	

শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি.
আন্তরিক সেবায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

মুদারাবা মেয়াদি জমা / মুদারাবা সঞ্চয়ী স্কিম

হিসাব খোলার ফরম

তারিখ দিন দিন মাস মাস বছর বছর বছর বছর

হিসাব নম্বর
ইউনিক গ্রাহক আইডি কোড
(ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য)

ব্যবস্থাপক

শাহ্‌জালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি.

________________________ **শাখা/উপ-শাখা**

প্রিয় মহোদয়,

আমি/আমরা আপনার শাখায় একটি হিসাব খোলার জন্য আবেদন করছি। আমার/আমাদের হিসাব সংক্রান্ত ও ব্যক্তিগত বিস্তারিত তথ্যাদি নিম্নে প্রদান করছি:

প্রথম অংশঃ হিসাব সংক্রান্ত তথ্যাদি

০১ হিসাবের শিরোনাম
i. বাংলায়
ii. In English (Block Letter)

০২। ক) এমটিডিআর (স্থায়ী) আমানত-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য

০১ পরিমাণ অংকে ______ কথায় ______

০২ মুনাফার হার (প্রাক্কলিত) ______ ০৩ মেয়াদ ___ বছর ___ মাস ___ দিন

০৪ মেয়াদ পূর্তির তারিখ D D M M Y Y Y Y ০৫ ইস্ট্রুমেন্ট নম্বর ______

০৬ নবায়নের ক্ষেত্রে
☐ আসল ও মুনাফা নবায়ন করুন
☐ শুধুমাত্র আসল নবায়ন করুন এবং মুনাফা নিম্নে উল্লিখিত হিসাবে জমা করুন
(হিসাব নম্বর) ______
☐ প্রযোজ্য নয়

০২। খ) মুদারাবা সঞ্চয়ী স্কিম-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য

০১ স্কিমের নাম ______ ০২ মেয়াদকাল ___ বছর ___ মাস ___ দিন

০৩ গ্রাহক কর্তৃক প্রদেয় কিস্তির ফ্রিকোয়েন্সি ☐ মাসিক ☐ ত্রৈমাসিক ☐ অর্ধবার্ষিক ☐ বার্ষিক ০৪ কিস্তির সংখ্যা ______

০৫ কিস্তির পরিমাণ অংকে ______ কথায় ______

০৬ মেয়াদান্তে ব্যাংক কর্তৃক প্রদেয় (সম্ভাব্য) অংকে ______ কথায় ______

০৭ এককালীন জমার পরিমান অংকে ______ কথায় ______

০৮ পরিশোধের ফ্রিকোয়েন্সি ______ ০৯ ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধযোগ্য কিস্তির সংখ্যা ______

i ব্যাংক কর্তৃক প্রতি কিস্তিতে প্রদেয় মুনাফা অংকে ______ ii কথায় ______

০৩ হিসাব পরিচালনার পদ্ধতি ☐ এককভাবে ☐ যৌথভাবে ☐ যে কোন একজন ☐ যে কোন একজন অথবা জীবিতজন ☐ অন্যান্য ______

দ্বিতীয় অংশঃ প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত তথ্যাদি

০১ প্রতিষ্ঠানের নাম
i. বাংলায়
ii. In English (Block Letter)

০২ ট্রেড লাইসেন্স নম্বর ______
তারিখ দিন দিন মাস মাস বছর বছর বছর বছর
ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ ______

০৩ নিবন্ধন নম্বর ______
তারিখ দিন দিন মাস মাস বছর বছর বছর বছর
নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষ ও দেশ (দেশী ও বিদেশী উভয় ধরণের জন্য) ______

০৪ নিবন্ধনকৃত ঠিকানা

০৫ ব্যবসাস্থল/অফিসের ঠিকানা

০৬ ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নম্বর-BIN

০৭ ট্যাক্স আইডি নম্বর-TIN (যদি থাকে)

০৮ প্রতিষ্ঠানের ধরণ (টিক দিন) ☐ একক মালিকানা ☐ অংশীদারী ☐ যৌথ উদ্যোগ ☐ প্রাইভেট লিঃ কোম্পানি ☐ পাবলিক লিঃ কোম্পানি ☐ ট্রাস্ট ☐ এনজিও/এনপিও ☐ ক্লাব/সোসাইটি ☐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ☐ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ☐ অন্যান্য (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে)

০৯ ব্যবসার ধরণ ☐ ট্রেডিং ☐ সেবা ☐ উৎপাদন ☐ অন্যান্য (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে)

১০ ব্যবসায়ের প্রকৃতি (বিস্তারিত)

১১ বার্ষিক টার্নওভার

তৃতীয় অংশঃ ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি[১]

হিসাব নম্বর (ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য)

০১ হিসাবধারীর/ পরিচালনাকারীর নাম (বাংলায়)

In English (Block Letter)

হিসাবধারীর/ পরিচালনাকারীর ছবি

০২ জন্ম তারিখ দিন দিন মাস মাস বছর বছর বছর বছর

০৩ পিতার নাম

০৪ মাতার নাম

০৫ স্বামী/স্ত্রীর নাম

০৬ জাতীয়তা

০৭ লিঙ্গ (টিক দিন) ☐ পুরুষ ☐ মহিলা ☐ তৃতীয় লিঙ্গ

০৮ রেসিডেন্ট স্ট্যাটাস (টিক দিন) ☐ রেসিডেন্ট ☐ নন-রেসিডেন্ট

হিসাব পরিচালনাকারী বিদেশী নাগরিক হলে ভিসাসহ বৈধ পাসপোর্টের কপি আবশ্যিকভাবে গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত গাইডলাইন্স ফর ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশন্স এর নির্দেশনা বা সার্কুলার অনুসরণ করতে হবে।

০৯ পেশা (বিস্তারিত)

১০ মাসিক আয়

১১ অর্থের উৎস (বিস্তারিত)

১২ ট্যাক্স আইডি নম্বর (TIN) (যদি থাকে)

১৩ বর্তমান ঠিকানা

সড়ক/গ্রামঃ পোঃ

থানাঃ জেলাঃ

১৪ স্থায়ী ঠিকানা

সড়ক/গ্রামঃ পোঃ

থানাঃ জেলাঃ

১৫ যোগাযোগের তথ্য

মোবাইল-১ ফোন

মোবাইল-২ ইমেইল

১৬ পরিচিতি পত্র: জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর/ পাসপোর্ট নম্বর/ জন্ম নিবন্ধন নম্বর

১৭ পরিচয়দানকারীর তথ্য (জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যতীত অন্যান্য পরিচিতিপত্র প্রদানের ক্ষেত্রে)

ক পরিচয়দানকারীর নাম

খ পরিচয়দানকারীর এনআইডি/হিসাব নম্বর

গ জন্ম তারিখ দিন দিন মাস মাস বছর বছর বছর বছর

ঘ স্বাক্ষর ও তারিখ

১৮ হিসাবধারী নাবালক হলেঃ
আমি নিম্নবর্ণিত হিসাবধারীর বৈধ অভিভাবক হিসেবে এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, হিসাবধারী নাবালক। তার প্রয়োজনীয় তথ্য সংযুক্ত ফরমে প্রদান করা হলো। হিসাবধারী সাবালক না হওয়া পর্যন্ত কিংবা আমার পরবর্তী ঘোষণা না দেয়া পর্যন্ত অভিভাবক হিসেবে হিসাবটি আমার স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে। **(অভিভাবক বলতে বাবা অথবা মা অথবা উভয়ের অবর্তমানে অন্য কোন আইনগত অভিভাবককে বুঝাবে)**

অভিভাবকের নাম

নাবালকের সাথে সম্পর্ক

১. হিসাবধারী একাধিক হলে প্রত্যেকের এবং হিসাবধারী নাবালক হলে হিসাবধারীর অভিভাবক (বাবা অথবা মা অথবা অন্য কোন আইনগত অভিভাবক) এর ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি পৃথকভাবে তৃতীয় অংশে বা তৃতীয় অংশের সংলগ্নী হিসেবে যুক্ত করতে হবে।

চতুর্থ অংশঃ নমিনি সংক্রান্ত তথ্যাদি২

হিসাব নম্বর
(ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য)

১ আমি/আমরা এ হিসাবের অর্থ আমার/আমাদের মৃত্যুর পর নিম্নে বর্ণিত ব্যক্তি/ব্যক্তিগণকে প্রদানের জন্য মনোনীত করলাম। আমি/ আমরা উল্লিখিত মনোনয়ন যে কোন সময় বাতিল বা পরিবর্তনের অধিকার সংরক্ষণ করি। আমি/আমরা এই মর্মে আরো সম্মতি জ্ঞাপন করছি যে, আমার/আমাদের এ নির্দেশনা মোতাবেক ব্যাংক অর্থ প্রদান করবে এবং অর্থ পরিশোধ করা হলে সংশ্লিষ্ট আমানত সম্পর্কিত যাবতীয় দায় পরিশোধ হয়েছে বলে গণ্য হবে।

হিসাবধারী কর্তৃক সত্যায়িত নমিনির ছবি

ক নমিনির নাম

খ জন্ম তারিখ

দিন	দিন	মাস	মাস	বছর	বছর	বছর	বছর

গ ঠিকানা

ঘ মনোনয়নের শতকরা হার

ঙ হিসাবধারীর সাথে সম্পর্ক

চ জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর/পাসপোর্ট নম্বর/ জন্ম নিবন্ধন নম্বর/ অন্যান্য
(নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে)

অন্যান্য পরিচিতি পত্রের নাম

২ নমিনি নাবালক হলে তার/ তাদের নাবালক থাকা অবস্থায় হিসাবধারী/ হিসাবধারীগণের মৃত্যুর ক্ষেত্রে ব্যাংক-কোম্পানি আইন, ১৯৯১ এর ১০৩(২) ধারা অনুযায়ী নমিনির পক্ষে আমানতের অর্থ গ্রহণকারীর তথ্যঃ

ক নাম

খ স্থায়ী ঠিকানা

গ জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর/পাসপোর্ট নম্বর/ জন্ম নিবন্ধন নম্বর/ অন্যান্য
(নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে)

অন্যান্য পরিচিতি পত্রের নাম

ঘ নমিনির সাথে সম্পর্ক

২. নমিনি একাধিক হলে প্রত্যেকের নমিনি সংক্রান্ত তথ্যাদি চতুর্থ অংশে বা চতুর্থ অংশের সংলগ্নী হিসেবে যুক্ত করতে হবে।

ঘোষণা ও স্বাক্ষর

আমি/আমরা সজ্ঞানে ঘোষণা করছি যে, উল্লিখিত তথ্যাদি সত্য। আমি/আমরা ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় তথ্য/দলিলাদি সরবরাহ করব ।

আবেদনকারী(গণ)৩এর নাম	১.	২.	৩.	*
স্বাক্ষর ও তারিখ				

৩. হিসাবধারী নাবালক হলে আবেদনকারীর স্বাক্ষরের স্থলে হিসাবধারীর অভিভাবক স্বাক্ষর করবেন।

ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য

মন্তব্যঃ

হিসাব খোলার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নামযুক্ত সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ	শাখা উপ-ব্যবস্থাপক/শাখা ব্যবস্থাপকের নামযুক্ত সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

■ গ্রাহক FATCA পরিপালনের যোগ্য কি না, টিক (√) দিন □ হ্যাঁ □ না। উত্তর হ্যাঁ হলে FATCA পরিপালন অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে।
গ্রাহক/ হিসাব পরিচালনাকারীর Proof of Address এর স্বপক্ষে ডকুমেন্টস সংগ্রহ করতে হবে।

হিসাব খোলার জন্য নিম্নলিখিত কাগজপত্র/ দলিলাদি প্রয়োজন

ব্যক্তিক হিসাব

- হিসাব খোলার আবেদন পত্র যা প্রত্যেক আবেদনকারীকে পূরণ ও স্বাক্ষর করতে হবে।
- গ্রাহক/গ্রাহকগণের বা হিসাব পরিচালনাকারী/পরিচালনাকারীগণের ২(দুই) কপি সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট আকারের ছবি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যথাযথভাবে পরিচয়দানকারী দ্বারা সত্যায়িত)।
- শাহ্‌জালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি যে কোন একজন হিসাবধারী কর্তৃক পরিচয় প্রদান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- বৈধ জাতীয় পরিচয়পত্র/ পাসপোর্ট/ জন্ম নিবন্ধন সনদপত্রের কপি/অন্যান্য ।
- হিসাবধারী/অভিভাবকের আয়ের উৎস সম্পর্কিত কাগজপত্র যেমনঃ নিয়োগকারী কর্তৃক সনদপত্র/বেতন স্লিপ/চাকরির আইডি/বেতনের সনদপত্র/বৈধ ট্রেড লাইসেন্স (ব্যবসায়ীর জন্য)/স্বামী বা স্ত্রীর আয় (যেখানে প্রযোজ্য) ইত্যাদি।
- নমিনির এক কপি সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট আকারের ছবি(হিসাবধারী কর্তৃক সত্যায়িত)।
- প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্যাডে নিয়োগকারী কর্তৃক সনদ (পেরোল হিসাবের জন্য)।
- হালনাগাদ ই-টিন সনদ।
- নাবালকের হিসাবের ক্ষেত্রে (অতিরিক্ত প্রয়োজন) জন্ম সনদ এর কপি বাধ্যতামূলক এবং বিদ্যালয় আইডি/ বেতন জমার রশিদ(যদি থাকে) ও সম্প্রতি তোলা ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট আকারের ছবি যা অভিভাবক কর্তৃক সত্যায়িত।
- বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশী নাগরিকের ক্ষেত্রে (অতিরিক্ত প্রয়োজন) বৈধ ভিসা সঙ্গে পাসপোর্টের ফটোকপি এবং ওয়ার্ক পারমিট এর কপি।

প্রাতিষ্ঠানিক হিসাব

একক মালিকানা প্রতিষ্ঠান

- গ্রাহক/গ্রাহকগণের বা হিসাব পরিচালনাকারী/পরিচালনাকারীগণের সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট আকারের ২ (দুই) কপি ছবি।
- হালনাগাদ ই-টিন সনদ।
- বৈধ ট্রেড লাইসেন্স এর সত্যায়িত কপি।
- প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্যাডে মালিকানা সংক্রান্ত **ঘোষণাপত্র**।
- প্রতিষ্ঠানের ট্রেড/ ব্যবসায়িক সিলমোহর।
- বৈধ জাতীয় পরিচয়পত্র/ পাসপোর্ট/ জন্ম নিবন্ধন সনদপত্রের কপি।
- ভ্যাট **রেজিস্ট্রেশন** নম্বর (যদি থাকে)।
- নমিনির সম্প্রতি তোলা এক কপি পাসপোর্ট আকারের ছবি (হিসাবধারী কর্তৃক সত্যায়িত)।

অংশীদারী কারবার/ফার্ম

- গ্রাহক/গ্রাহকগণের বা হিসাব পরিচালনাকারী/পরিচালনাকারীগণের সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট আকারের ২ (দুই) কপি ছবি।
- হালনাগাদ ই-টিন সনদ।
- বৈধ ট্রেড লাইসেন্স এর সত্যায়িত কপি।
- হিসাব খোলার জন্য সম্মতিপত্র।
- অংশীদারগণ কর্তৃক যথাযথ ভাবে স্বাক্ষরিত অংশীদারী চুক্তিপত্র।
- প্রতিষ্ঠানের ট্রেড/ ব্যবসায়িক সিলমোহর।
- বৈধ জাতীয় পরিচয়পত্র/ পাসপোর্ট/ জন্ম নিবন্ধন সনদপত্রের কপি।
- ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নম্বর (যদি থাকে)।
- বর্তমান ঠিকানার সাম্প্রতিক মাসের ইউটিলিটি বিলের কপি (বিদ্যুৎ/ ওয়াসা/ গ্যাস/ টেলিফোন)।

লিমিটেড লায়াবিলিটি/পাবলিক/প্রাইভেট কোম্পানি

- গ্রাহক/গ্রাহকগণের বা হিসাব পরিচালনাকারী/পরিচালনাকারীগণের সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট আকারের ২(দুই) কপি ছবি।
- সংঘ স্মারক ও সংঘ বিধির সত্যায়িত কপি যার প্রতিটি পৃষ্ঠা চেয়ারম্যান/বাব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক সত্যায়িত।
- কোম্পানি শুরু করার সনদের সত্যায়িত কপি।
- চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক সত্যায়িত হিসাব খোলা ও পরিচালনার জন্য বোর্ড/পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত।
- পরিচালনা পর্ষদের নামের তালিকা, পিতার নাম, মাতার নাম, স্বামী/স্ত্রীর নাম, জন্ম তারিখ ও স্বাক্ষর (হালনাগাদ) কোম্পানির লেটারহেডে প্যাডে চেয়ারম্যান/ ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক সত্যায়িত।
- আরজেএসসি কর্তৃক প্রদত্ত ফরম-১২ এর সত্যায়িত কপি।
- সিলমোহর (পদবি অনুসারে) যারা হিসাব পরিচালনা করবেন।
- বৈধ ট্রেড লাইসেন্স এর কপি।
- বৈধ জাতীয় পরিচয়পত্র/ পাসপোর্ট/ জন্ম নিবন্ধন সনদপত্রের কপি।
- হালনাগাদ ই-টিন সনদ।
- বর্তমান ঠিকানার সাম্প্রতিক মাসের ইউটিলিটি বিলের কপি (বিদ্যুৎ/ ওয়াসা/ গ্যাস/ টেলিফোন)।
- চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক যথাযথ ভাবে প্রত্যয়নকৃত ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি পত্র (পাবলিক লিঃ কোম্পানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)।

সমিতি/ক্লাব/দাতব্য প্রতিষ্ঠান/ট্রাস্ট/সোসাইটি

- গ্রাহক/গ্রাহকগণের বা হিসাব পরিচালনাকারী/পরিচালনাকারীগণের সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট আকারের ২(দুই) কপি ছবি।
- ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যদের হালনাগাদ তালিকা।
- ট্রাস্ট দলিল-এর সত্যায়িত কপি।
- যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি পত্রের সত্যায়িত কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- হিসাব খোলার এবং পরিচালনার জন্য ট্রাস্টি বোর্ডের সিদ্ধান্ত-এর সত্যায়িত কপি।
- সিলমোহর (পদবি অনুসারে) যারা হিসাব পরিচালনা করবেন।

সরকারি / আধা সরকারি / স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাব

- সংশ্লিষ্ট উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত হিসাব খোলার অনুমতিপত্র।
- গ্রাহক/ গ্রাহকগণের বা হিসাব পরিচালনাকারী/পরিচালনাকারীগণের সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট আকারের ২(দুই) কপি ছবি (পরিচয়দানকারী কর্তৃক সত্যায়িত, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- চেয়ারম্যান বা **ব্যবস্থাপনা** পরিচালক/ অনুমোদিত ব্যক্তি কর্তৃক সত্যায়িত হিসাব খোলা ও পরিচালনার জন্য বোর্ড/ পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত।
- সিলমোহর (পদবি অনুসারে) যারা হিসাব পরিচালনা করবেন।
- বৈধ জাতীয় পরিচয়পত্র/ পাসপোর্ট/ জন্ম নিবন্ধন সনদপত্রের কপি।

দ্রষ্টব্য

- স্বত্বাধিকারী, অংশীদার(র), ডিরেক্টর(র), হিসাবপরিচালনাকারী(র)/স্বাক্ষরকারী(র) আলাদাভাবে"আবেদনকারীর ব্যক্তিসংক্রান্ত তথ্যাবলী" ফরম পূরণ করতে হবে।
- ব্যাংকের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে উপরি-উক্ত তথ্যের অতিরিক্ত তথ্য এবং দলিলাদি সংগ্রহ করতে পারবে।

স্কীম ডিপোজিট-এর শর্তাবলি

মুদারাবা চুক্তি

১) এটি হিসাবধারী গ্রাহক এবং শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি এর মধ্যে সম্পাদিত ইসলামী শরীয়াহ্ ভিত্তিক একটি মুদারাবা চুক্তি।
২) এখানে হিসাবধারী গ্রাহক হচ্ছেন "সাহিব আল-মাল" (অর্থের মালিক) এবং ব্যাংক হচ্ছে "মুদারিব" (কারবার পরিচালনাকারী)।
৩) ইসলামী শরীয়াহ বর্ণিত নীতিমালার ভিত্তিতে ব্যাংক এই অর্থ জমা গ্রহন করে এবং জমাকৃত অর্থ শুধুমাত্র ইসলামী শরীয়াহ্ অনুমোদিত খাতে বিনিয়োগ করে।
৪) ব্যাংক মুদারাবা তহবিল বিনিয়োগ করে প্রাপ্ত আয়ের কমপক্ষে ৬৫ ভাগ মুদারাবা হিসাবধারীদের মধ্যে ওয়েটেজ-এর ভিত্তিতে বণ্টন করে। বিনিয়োগ লোকসান হলে সাহিব আল-মাল তা বহন করবেন।
৫) এছাড়া ইসলামী শরীয়াহ্ বর্ণিত মুদারাবা চুক্তির অন্যান্য শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে।

(১ম আবেদনকারীর স্বাক্ষর)	(২য় আবেদনকারীর স্বাক্ষর)	(৩য় আবেদনকারীর স্বাক্ষর)

মুদারাবা মাসিক আমানত হিসাব

১) ইসলামী শরীয়ায় মুদারাবা নীতিমালার ভিত্তিতে ব্যাংক ৫০০ টাকা, ১,০০০ টাকা, ২,০০০ টাকা, ৫,০০০ টাকা, ১০,০০০ টাকা, ২৫,০০০ টাকা ও ৫০,০০০ টাকা মাসিক কিস্তি হিসাবে জমা গ্রহণ করবে।
২) এই হিসাবের মেয়াদ ৩ (বছর) বছর, ৫ (পাঁচ) বছর, ৮ (আট) বছর এবং ১০ (দশ) বছর।
৩) কিস্তি প্রদানের পদ্ধতি ঃ
ক) মাসিক আমানত হিসাব পরিচালনার জন্য ব্যাংকে একটি মুদারাবা সঞ্চয়ী/ আল-ওয়াদী'আহ চলতি হিসাব থাকতে হবে।
খ) উক্ত মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব হতে ২৫ তারিখের মধ্যে স্থায়ী নির্দেশের মাধ্যমে কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে হবে।
গ) ২৫ তারিখ যদি ছুটির দিন হয় পরবর্তী কর্মদিবসে কিস্তি জমা করা যাবে।
ঘ) চেকে কিস্তি জমা দিলে তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবে আদায় হতে হবে যাতে ২৫ তারিখের মধ্যে স্থায়ী নির্দেশের মাধ্যমে কিস্তির টাকা স্থানান্তরিত হয়।
ঙ) গ্রাহক কখনও কিস্তি খেলাপী হলে ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহকের নিকট হতে কোন ধরনের বিলম্ব ফি আদায় করা হবে না।
চ) বিলম্ব ফি আদায় না করার কারণে অথবা হিসাব চলাকালীন সময়ে কখনও অনিয়মিত কিস্তি প্রদানের ঘটনা সংঘটিত হলে স্বাভাবিকভাবেই মেয়াদপূর্তিতে ব্যাংকের ঘোষিত প্রদের অর্থের পরিমান অপেক্ষা হিসাবের মুল্যমান কম হবে। সেক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃক ইতোমধ্যে হিসাবকৃত মুনাফাসহ মোট (Balance with applied profit) মেয়াদান্তে গ্রাহককে প্রদান করা হবে।
৪) একই শাখায়/ বিভিন্ন শাখায় একই নামে একাধিক হিসাব খোলা যেতে পারে। অপ্রাপ্ত বয়স্কদের নামে তাদের অভিভাবক হিসাব খুলতে ও পরিচালনা করতে পারবেন।
৫) মেয়াদ পূর্তির পূর্বে বিশেষ প্রয়োজন হলে আমানতকারী হিসাব বন্ধ করতে পারবেন। তবে ১ বৎসর পূর্তির পূর্বে হিসাব বন্ধ করলে কোন মুনাফা প্রদান করা হবে না। ১ বৎসর পর, কিন্তু ৩ বৎসর পূর্তির পূর্বে হিসাব বন্ধ করলে মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবে প্রদত্ত হারে মুনাফা প্রদান করা হবে।
৬) কেউ যদি দুটি নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যবর্তী কোন সময় হিসাব বন্ধ করে টাকা তুলতে চান তাহলে তাকে পূর্ববর্তী মেয়াদের জন্য প্রাক্কলিত সম্পূর্ণ অর্থ এবং পরবর্তী খন্ডকালীন সময়ের জন্য মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবে প্রদত্ত হারে মুনাফা প্রদান করা হবে।
৭) ২ বছর নিয়মিত কিস্তি প্রদানের পর এ হিসাবে মূল জমাকৃত অর্থ জামানত রেখে তার বিপরীতে মূল জমার ৯০% পর্যন্ত বিনিয়োগ সুবিধা নেয়া যাবে। এই বিনিয়োগের জন্য ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত হারে মুনাফা প্রদান করতে হবে।
৮) হিসাব চলাকালীন যে কোন সময় কোন আমানতকারী যদি পরপর ৪টি কিস্তি প্রদানে ব্যর্থ হন তাহলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে হিসাব বন্ধ হয়ে যাবে। তার জমাকৃত আমানতের জন্য উপরি-উক্ত নিয়ম অনুযায়ী মুনাফা দেয়া হবে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে হিসাব বন্ধের তিন মাস পর হিসাবের স্থিতি উত্তোলনের জন্য গ্রাহককে নোটিশ প্রদান সাপেক্ষে পে-অর্ডারের মাধ্যমে পরিশোধযোগ্য হবে। এ সংক্রান্ত ডাক খরচ হিসাবের স্থিতি হতে আদায়যোগ্য হবে।
৯) উক্ত খাতে গৃহীত জমা ব্যাংক অন্য জমা বা মূলধনের সংঙ্গে একত্রিত করে ব্যাংকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শরীয়াহ্ অনুমোদিত যে কোন খাতে বিনিয়োগ করতে পারবে।
১০) জমাকারীর ঠিকানার/টেলিফোনের কোন পরিবর্তন হলে অবিলম্বে তা লিখিতভাবে ব্যাংককে জানাতে হবে। ব্যাংক সাধারণতঃ পোস্ট অফিস/কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে জমাকারীর সাথে যোগাযোগ করবে। পোস্ট অফিস/কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে প্রেরিত কোন চিঠিপত্র যথাসময়ে বা আদৌ বিলি না হলে ব্যাংক দায়ী থাকবে না।
১১) (ক) আমানতকারীর মৃত্যুর পর প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী তাঁর মনোনীত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ গচ্ছিত টাকা গ্রহণ করতে পারবেন। একাধিক মনোনীতদের ক্ষেত্রে গ্রাহক কর্তৃক নির্ধারিত অংশের হারে গচ্ছিত টাকা প্রদেয় হবে। তবে এ ক্ষেত্রে মনোনীত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গকে তাঁর /তাদের মনোনয়নের স্বপক্ষে যথাযথ প্রমাণ/ডকুমেন্ট উপস্থাপন করতে হবে।
(খ) কোন মনোনীত ব্যক্তি না থাকলে আমানতকারীর উত্তরাধিকারীকে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারী সনদপত্র মোতাবেক হিসাবের স্থিতি পরিশোধযোগ্য হবে।
(গ) আমানতকারীর জীবদ্দশায় মনোনীত ব্যক্তির মৃত্যু হলে উক্ত মনোনয়ন বাতিল বলে গণ্য হবে; সে ক্ষেত্রে আমানতকারী নতুন করে মনোনয়ন দিতে পারবেন।
১২) কিস্তির পরিমাণ ও মেয়াদ পরিবর্তন বা নবায়ন করা যাবে না এবং এ হিসাবে কোন চেক বই ইস্যু করা হবে না।
১৩) এই হিসাব থেকে সরকারী নির্দেশানুসারে যে কোন কর বা শুল্ক কর্তন করা যাবে।
১৪) ব্যাংক যে কোন সময়ে এ জমা সংক্রান্ত যে কোন নিয়মাবলী সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে এবং হিসাবধারী তা মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন।
১৫) মেয়াদপূর্তির তারিখের পর নগদায়ন করা হলেও অতিরিক্ত মেয়াদের জন্য এই হিসাবে কোন অতিরিক্ত মুনাফা প্রদান করা হবে না।

(১ম আবেদনকারীর স্বাক্ষর)	(২য় আবেদনকারীর স্বাক্ষর)	(৩য় আবেদনকারীর স্বাক্ষর)

মুদারাবা বহুগুণ বৃদ্ধি আমানত হিসাব

১) ইসলামী শরীয়ায় মুদারাবা নীতিমালার ভিত্তিতে ব্যাংক ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা বা তদূর্ধ্ব যে কোন পরিমাণ টাকা এই হিসাবে জমা গ্রহণ করবে এবং প্রাপ্তিস্বরূপ অ-হস্তান্তরযোগ্য রসিদ প্রদান করবে।
২) লাভ লোকসান বণ্টনের নিমিত্তে উক্ত জমা মেয়াদ অনুপাতে বর্ধিত হারে ওয়েটেজ বহন করবে। ফলে জমাকৃত আমানত--------বছর------ মাস সময়ে প্রায় দ্বিগুন অথবা তার চেয়েও বেশী এবং --------বছর------ মাস সময়ে প্রায় তিনগুন অথবা তার চেয়েও বেশী হতে পারে। মুদারাবা তহবিল এবং বিনিয়োগ আয় বণ্টনের হার ব্যাংক এককভাবে নির্ধারণ করবে।
৩) মেয়াদপূর্তির আগে এই ডিপোজিট রিসিপ্ট ভাঙ্গানো যাবে না। তবে বিশেষ পরিস্থিতিতে কেউ ভাঙ্গাতে বাধ্য হলে তাকে নিম্নোক্তভাবে মুনাফা প্রদান করা হবে (তবে প্রথম এক বছরের মধ্যে ভাঙ্গালে কোন মুনাফা দেয়া হবে না) ঃ
ক) "দ্বিগুণ বৃদ্ধি মুদারাবা আমানত হিসাব" এর ক্ষেত্রে ঃ
- হিসাব খোলার এক বছর পর কিন্তু মেয়াদ পূর্তির পূর্বে টাকা উত্তোলন করলে মুদারাবা সঞ্চয় হিসাবে প্রদেয় হারে মুনাফা প্রদান করা হবে।
খ) "তিনগুণ বৃদ্ধি মুদারাবা আমানত হিসাব" এর ক্ষেত্রে ঃ
- হিসাব খোলার এক বছর পর কিন্তু মেয়াদ পূর্তির পূর্বে টাকা উত্তোলন করলে মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবে প্রদত্ত হারে মুনাফা প্রদান করা হবে।
- হিসাব খোলার --------বছর------ মাস পর কিন্তু মেয়াদপূর্তির পূর্বে টাকা উত্তোলনের ক্ষেত্রে --------বছর------ মাস সময়ের জন্য দ্বিগুন এবং তদ্পরবর্তী খণ্ডকালীন সময়ের জন্য মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবে প্রদত্ত হারে মুনাফা প্রদান করা হবে।
৪) ডিপোজিট রিসিপ্ট জামানত রেখে তার বিপরীতে ব্যাংক থেকে ৯০% পর্যন্ত বিনিয়োগ সুবিধা নেয়া যাবে। এই বিনিয়োগের জন্য ব্যাংককে প্রযোজ্য হারে মুনাফা প্রদান করতে হবে।
৫) বাৎসরিক চূড়ান্ত লাভের পর কিন্তু মুনাফা ঘোষিত হবার পূর্বে কোন আমানত হিসাব বন্ধ হয়ে গেলে উক্ত জমাকারী পূর্ববর্তী বৎসরান্তে ঘোষিত মুনাফার হার অথবা ব্যাংকের আনুপাতিক হারে লাভ নিতে বাধ্য থাকবেন। পরবর্তীকালে এ ধরনের জমার উপর লাভের হার বেশি বা কম ঘোষিত হলে জমাকারী বা ব্যাংক কারও কোন দাবী বা অভিযোগ থাকবে না ।
৬) উক্ত খাতে গৃহীত জমা ব্যাংক অন্যান্য জমা বা মূলধনের সঙ্গে একত্রিত করে ব্যাংকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শরীয়াহ্ অনুমোদিত যে কোন খাতে বিনিয়োগ করতে পারবে।
৭) জমাকারীর ঠিকানার/টেলিফোনের কোন পরিবর্তন হলে অবিলম্বে তা লিখিতভাবে ব্যাংককে জানাতে হবে। ব্যাংক সাধারণতঃ পোস্ট অফিস/কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে জমাকারীর সাথে যোগাযোগ করবে। অফিস/কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে প্রেরিত কোন চিঠিপত্র ইত্যাদি প্রেরণ করা হলে এবং যথাসময়ে বা আদৌ তা বিলি না হলে ব্যাংক দায়ী থাকবে না।
৮) অ-হস্তান্তরযোগ্য রসিদ টি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবেন। কোন কারণে তা হারিয়ে গেলে ব্যাংককে তৎক্ষণাৎ লিখিতভাবে জানাতে হবে।
৯) জমাকারী যথাযথ ইনডেমনিটি বন্ড প্রদান করে ডুপ্লিকেট রসিদ ব্যাংকের নিকট হতে গ্রহণ করতে পারবেন।

১০) (ক) আমানতকারীর মৃত্যুর পর প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ব্যাংক যে কোন সময়ে এ জমা সংক্রান্ত যে কোন নিয়মাবলী সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে এবং হিসাবধারী ও হিসাব-পরিচালনাকারী তা মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন।
(খ) কোন মনোনীত ব্যক্তি না থাকলে আমানতকারীর উত্তরাধিকারীকে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার সনদপত্র মোতাবেক হিসাবের স্থিতি পরিশোধযোগ্য হবে।
১১) উক্ত হিসাব থেকে সরকারী নির্দেশানুসারে যে কোন কর বা শুল্ক কর্তন করা যাবে।
১২) ব্যাংক যে কোন সময়ে এ জমা সংক্রান্ত যে কোন নিয়মাবলী সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে এবং হিসাবধারী তা মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন।
১৩) মেয়াদপূর্তির তারিখের পর নগদায়ন করা হলেও অতিরিক্ত মেয়াদের জন্য এই হিসাবে কোন অতিরিক্ত মুনাফা প্রদান করা হবে না।

(১ম আবেদনকারীর স্বাক্ষর)	(২য় আবেদনকারীর স্বাক্ষর)	(৩য় আবেদনকারীর স্বাক্ষর)

মুদারাবা মেয়াদী জমা

১) ইসলামী শরীয়ায় মুদারাবা নীতিমালার ভিত্তিতে ব্যাংক ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা বা তদূর্ধ্ব যে কোন পরিমাণ টাকা এই হিসাবে জমা গ্রহণ করবে এবং প্রাপ্তিস্বরুপ অ-হস্তান্তরযোগ্য রসিদ প্রদান করবে।
২) এই হিসাবে ______দিন/______মাস/_____বছর বা তদূর্ধ্ব মেয়াদে জমা গৃহীত হবে। লাভ লোকসান ব'ন্টনের নিমিত্তে উক্ত জমা মেয়াদ অনুপাতে বর্ধিত হারে ওয়েটেজ বহন করবে। মুদারাবা তহবিল এবং বিনিয়োগ আয় ব'ন্টনের হার ব্যাংক এককভাবে নির্ধারণ করবে।
৩) একমাস পূর্ণ হবার পূর্বে জমা টাকা তুলে নিলে উক্ত জমার উপর কোন লাভ দেয়া হবে না। তবে একমাস পূর্ণ হবার পরে কিন্তু মেয়াদপূর্তির আগে কোন জমা তুলে নিলে উক্ত জমার উপর মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবে প্রদেয় হারে মুনাফা দেয়া হবে।
৪) মেয়াদ পূর্তিতে মুদারাবা মেয়াদী আমানতের মুনাফার মেয়াদী হিসাবে জমা করা হবে। জমাকারী মুনাফা উঠিয়ে না নিলে তা মূল জমা হিসাবে গণ্য হবে এবং পরবর্তি মুনাফার জন্য বিবেচিত হবে। ১ বছর মেয়াদী জমার ক্ষেত্রে জমাকারী প্রয়োজনবোধে ছয় মাস পর মুনাফার টাকা উঠিয়ে নিতে চাইলে তা পূর্ববর্তী বছরান্তে ঘোষিত মুনাফার হার অনুযায়ী অথবা ব্যাংকের আনুমানিক হারে মুনাফা প্রদান করা হবে; মেয়াদান্তে প্রযোজ্য হারের সাথে সমন্বয় করা হবে।
৫) মেয়াদ পূর্তির ১০ (দশ) দিনের মধ্যে মুদারাবা মেয়াদী আমানত নবায়ন না করলে অথবা না ভাঙ্গালে মেয়াদ পূর্তির তারিখ থেকে অনুরূপ মেয়াদের জন্য হিসাবটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে নবায়নযোগ্য হবে।
৬) বাৎসরিক আয়ের ভিত্তিতে চুড়ান্ত মুনাফা ঘোষিত হবার পূর্বে কোন আমানত হিসাব বন্ধ হলে উক্ত জমাকারী পূর্ববর্তী বৎসরান্তে ঘোষিত মুনাফার হার অথবা ব্যাংকের আনুপাতিক হারে মুনাফা নিতে বাধ্য থাকবেন। পরবর্তীকালে এ ধরণের জমার উপর মুনাফার হার বেশি বা কম ঘোষিত হলে জমাকারী বা ব্যাংক কারও কোন দাবী বা অভিযোগ থাকবে না ।
৭) ডিপোজিট রসিদ জামানত রেখে তার বিপরীতে ব্যাংক থেকে ৯০% পর্যন্ত বিনিয়োগ সুবিধা নেয়া যাবে। এই বিনিয়োগের জন্য ব্যাংক-কে প্রযোজ্য হারে মুনাফা প্রদান করতে হবে।
৮) উক্ত হিসাবে জমাকৃত অর্থ ব্যাংক অন্যান্য জমা বা মূলধনের সঙ্গে একত্রিত করে ব্যাংকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শরীয়াহ্ অনুমোদিত যে কোন খাতে বিনিয়োগ করতে পারবে।
৯) জমাকারীর ঠিকানার/টেলিফোনের কোন পরিবর্তন হলে অবিলম্বে তা লিখিতভাবে ব্যাংককে জানাতে হবে। ব্যাংক সাধারণতঃপোস্ট অফিস/কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে জমাকারীর সাথে যোগাযোগ করবে।পোস্ট অফিসের মাধ্যমে প্রেরিত কোন চিঠিপত্র যথাসময়ে বা আদৌ বিলি না হলে ব্যাংক দায়ী থাকবে না।
১০) মুদারাবা মেয়াদী আমানতের রসিদ জমাকারী যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবেন। কোন কারণে তা হারিয়ে গেলে ব্যাংক-কে তৎক্ষণাৎ লিখিতভাবে জানাতে হবে।
১১) জমাকারী যথাযথ ইনডেমনিটি বন্ড প্রদান করে ডুপ্লিকেট রসিদ ব্যাংকের নিকট হতে গ্রহণ করতে পারবেন।
১২) ক) আমাননতকারীর মৃত্যুর পর প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী তাঁর মনোনীত ব্যক্তি গচ্ছিত টাকা গ্রহণ করতে পারবেন। একাধিক মনোনীতের ক্ষেত্রে গ্রাহক কর্তৃক নির্ধারিত অংশের হারে গচ্ছিত টাকা প্রদেয় হবে। তবে এ ক্ষেত্রে মনোনীত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গকে তাঁর/তাঁদের মনোনয়নের স্বপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে।
খ) কোন মনোনীত ব্যক্তি না থাকলে গচ্ছিত টাকা আমানতকারীর উত্তরাধিকারীকে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার সনদপত্র মোতাবেক হিসাবের স্থিতি পরিশোধযোগ্য হবে।
১৩) উক্ত হিসাব থেকে সরকারী নির্দেশানুসারে যে কোন কর বা শুল্ক কর্তন করা যাবে।
১৪) ব্যাংক যে কোন সময়ে এ জমা সংক্রান্ত যে কোন নিয়মাবলী সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে এবং হিসাবধারী তা মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন।

(১ম আবেদনকারীর স্বাক্ষর)	(২য় আবেদনকারীর স্বাক্ষর)	(৩য় আবেদনকারীর স্বাক্ষর)

মুদারাবা মিলিয়নিয়ার আমানত হিসাব

১) ইসলামী শরীয়ায় মুদারাবা নীতিমালার ভিত্তিতে ব্যাংক এই হিসাবে জমা গ্রহণ করবে। গৃহীত জমা ব্যাংক অন্যান্য জমা বা মূলধনের সঙ্গে একত্রিত করে ব্যাংকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শরীয়াহ্ অনুমোদিত যে কোন খাতে বিনিয়োগ করতে পারবে।
২) এই হিসাবে ০৫ বছর/ ১০ বছর/ ১২ বছর/ ১৫ বছর / ২০ বছর মেয়াদে জমা গৃহীত হবে। আমানতকারীকে নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে প্রযোজ্য হারে মাসিক কিস্তি প্রদান সাপেক্ষে মুনাফাসহ আনুমানিক ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকা প্রদান করা হবে। উল্লেখ্য যে, একবার হিসাব খোলা হলে হিসাবের মেয়াদ ও কিস্তির পরিমাণ পরিবর্তনযোগ্য নয়।
৩) সন্তান/পোষ্যের নামে হিসাব খোলার ক্ষেত্রে মেয়াদান্তে হিসাবধারীকে নিয়মানুযায়ী টাকা প্রদান করা হবে, তবে এ ক্ষেত্রে হিসাব-পরিচালনাকারীর প্রত্যয়ন পত্র লাগবে। আর মেয়াদ পূর্তির পূর্বে হিসাব বন্ধ করলে হিসাব-পরিচালনাকারীকে টাকা প্রদান করা হবে।
৪) কিস্তি প্রদানের পদ্ধতি ঃ
ক) মুদারাবা মিলিয়নিয়ার আমানত হিসাব পরিচালনার জন্য ব্যাংকে একটি মুদারাবা সঞ্চয়ী/ আল-ওয়াদী'আহ্ চলতি হিসাব থাকতে হবে।
খ) উক্ত মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব হতে ২৫ তারিখের মধ্যে স্থায়ী নির্দেশের মাধ্যমে কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে হবে।
গ) ২৫ তারিখ যদি ছুটির দিন হয় পরবর্তী কর্মদিবসে কিস্তি জমা করা যাবে।
ঘ) চেকে কিস্তি জমা দিলে তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবে আদায় হতে হবে যাতে ২৫ তারিখের মধ্যে স্থায়ী নির্দেশের মাধ্যমে কিস্তির টাকা স্থানান্তরিত হয়।
ঙ) **গ্রাহক কখনও কিস্তি খেলাপী হলে ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহকের নিকট হতে কোন ধরনের বিলম্ব ফি আদায় করা হবে না।**
চ) **বিলম্ব ফি আদায় না করার কারণে অথবা হিসাব চলাকালীন সময়ে কখনও অনিয়মিত কিস্তি প্রদানের ঘটনা সংঘটিত হলে স্বাভাবিকভাবেই মেয়াদপূর্তিতে ব্যাংকের ঘোষিত প্রদের অর্থের পরিমান অপেক্ষা হিসাবের মুল্যমান কম হবে। সেক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃক ইতোমধ্যে হিসাবকৃত মুনাফাসহ মোট (Balance with applied profit) মেয়াদান্তে গ্রাহককে প্রদান করা হবে।**
৫) একই শাখায় নিজের/সন্তান/পোষ্যের নামে একাধিক হিসাব খোলা যাবে।
৬) ১ বৎসর পূর্তির পূর্বে হিসাব বন্ধ করলে কোন মুনাফা প্রদান করা হবে না। ১ বৎসর পর কিন্তু মেয়াদ পূর্তির আগে হিসাব বন্ধ করলে আমানতের উপর মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবে প্রদত্ত হারে মুনাফা প্রদান করা হবে।
৭) ২ বছর পূর্তির পর এ হিসাবে মূল জমাকৃত অর্থ জামানত রেখে তার বিপরীতে ব্যাংক থেকে মূল জমার ৯০% পর্যন্ত বিনিয়োগ সুবিধা নেয়া যাবে। এই বিনিয়োগের জন্য ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত হারে মুনাফা প্রদান করতে হবে। সন্তান/পোষ্যের নামে হিসাব খোলার ক্ষেত্রে বিনিয়োগ সুবিধা কার্যকর হবে না।
৮) মেয়াদপূর্তির পূর্বে পরপর ৪টি কিস্তি প্রদানে ব্যর্থ হলে হিসাব বন্ধ করে দেয়া হবে এবং উপরি-উক্ত নিয়মানুযায়ী জমাকৃত টাকা পরিশোধ করা হবে।
৯) আমানতকারীর ঠিকানার/টেলিফোনের কোন পরিবর্তন হলে অবিলম্বে তা লিখিতভাবে ব্যাংককে জানাতে হবে। ব্যাংক সাধারণতঃপোস্ট অফিস/কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে জমাকারীর সাথে যোগাযোগ করবে। পোস্ট অফিস/কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে প্রেরিত কোন চিঠিপত্র যথাসময়ে বা আদৌ বিলি না হলে ব্যাংক দায়ী থাকবে না।
১০) ক) সন্তান/পোষ্যের নামে হিসাব-এর ক্ষেত্রে হিসাব পরিচালনাকারীর মৃত্যু হলে যুক্তিযুক্ত প্রমান সাপেক্ষে অপর কোন অভিভাবক (যদি সন্তান/ পোষ্য নাবালক হয়) হিসাব পরিচালনা করতে পারবেন এবং সেক্ষেত্রে পূর্বের মনোনয়ন বহাল থাকবে। আর নিজের নামে হিসাব খোলার ক্ষেত্রে মৃত্যুর পর যুক্তিযুক্ত প্রমাণ সাপেক্ষে নমিনীকে অর্থ প্রদান করা হবে। আর নমিনী না থাকলে উত্তরাধিকার সনদ পত্রের ভিত্তিতে অর্থ প্রদান করা হবে।
খ) হিসাব পরিচালনা করতে না চাইলে নিয়মানুযায়ী উপরি-উক্ত ৩নং ও ৬নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী টাকা প্রদান করা হবে।
১১) উক্ত হিসাব থেকে সরকারী নির্দেশানুসারে যে কোন কর বা শুল্ক কর্তনযোগ্য হবে।
১২) ব্যাংক যে কোন সময়ে এ জমা সংক্রান্ত যে কোন নিয়মাবলী সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে এবং হিসাবধারী ও হিসাব-পরিচালনাকারী তা মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন।
১৩) এই হিসাবের কিস্তির পরিমান ও মেয়াদ পরিবর্তন বা নবায়ন করা যাবে না।
১৪) মেয়াদপূর্তির তারিখের পর নগদায়ন করা হলেও অতিরিক্ত মেয়াদের জন্য এই হিসাবে কোন অতিরিক্ত মুনাফা প্রদান করা হবে না।

(১ম আবেদনকারীর স্বাক্ষর)	(২য় আবেদনকারীর স্বাক্ষর)	(৩য় আবেদনকারীর স্বাক্ষর)

মুদারাবা মাসিক উপার্জন হিসাব

১) ইসলামী শরীয়ায় মুদারাবা নীতিমালার ভিত্তিতে ব্যাংক ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা বা এর গুণিতক যে কোন পরিমান টাকা এই হিসাবে জমা গ্রহণ করবে এবং প্রাপ্তিস্বরূপ অ-হস্তান্তরযোগ্য রসিদ প্রদান করবে।

২) এই হিসাবে ১ বছর / ২ বছর / ৩ বছর মেয়াদে জমা গৃহীত হবে। মেয়াদান্তে মূল আমানত ফেরৎ দেয়া হবে।

৩) প্রতি ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকার বিপরীতে মাসিক আনুপাতিক ১ বছর মেয়াদের জন্য -------টাকা, ২ বছর মেয়াদের জন্য -------টাকা, এবং ৩ বছর মেয়াদের জন্য -------টাকা মুনাফা দেয়া হবে। এই হিসাব নবায়নযোগ্য নয়। এই হিসাবে মেয়াদ পূর্তির পর কোন মুনাফা প্রদান করা হবে না। এ হিসাবে মূল জমাকৃত অর্থ জামানত রেখে তার বিপরীতে মূল জমার ৯০% পর্যন্ত বিনিয়োগ সুবিধা নেয়া যাবে। এই বিনিয়োগের জন্য ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত হারে মুনাফা প্রদান করতে হবে।

৪) মাসের যে কোন তারিখে আমানত গ্রহণ করা হবে। মাসের যে তারিখে আমানত গ্রহণ করা হবে পরবর্তী মাসের একই তারিখে সংশ্লিষ্ট শাখায় আমানতকারীর মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবে/আল-ওয়াদী'আহ্ চলতি হিসাবে মাসিক মুনাফার টাকা জমা করা হবে।

৫) মেয়াদপূর্তির আগে এই আমানত ভাঙ্গানো যাবে না। বিশেষ পরিস্থিতিতে কেউ ভাঙ্গাতে বাধ্য হলে আমানতের উপর মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবে প্রদেয় হারে মুনাফা প্রদান করা হবে। যদি ইতিমধ্যে প্রদানকৃত মুনাফার পরিমাণ মুদারাবা সঞ্চয়ী হারে প্রদেয় মুনাফার পরিমাণের চেয়ে বেশি হয়, সে ক্ষেত্রে অতিরিক্ত প্রদত্ত মুনাফা আমানতকারীর নিকট হতে আদায় করা হবে। তবে ১ বৎসর পূর্বে আমানত উত্তোলন করলে কোন প্রকার মুনাফা প্রদান করা হবে না।

৬) উক্ত খাতে গৃহীত জমা ব্যাংক অন্যান্য জমা বা মূলধনের সঙ্গে একত্রিত করে ব্যাংকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শরীয়াহ্ অনুমোদিত যে কোন খাতে বিনিয়োগ করতে পারবে।

৭) জমাকারীর ঠিকানার/টেলিফোনের কোন পরিবর্তন হলে অবিলম্বে তা লিখিতভাবে ব্যাংক-কে জানাতে হবে। ব্যাংক সাধারণতঃ পোস্ট অফিস/কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে জমাকারীর সাথে যোগাযোগ করবে। পোস্ট অফিস/কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে প্রেরিত কোন চিঠিপত্র যথাসময়ে বা আদৌ বিলি না হলে ব্যাংক দায়ী থাকবে না।

৮) আমানতকারী অ-হস্তান্তরযোগ্য রসিদটি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবেন। কোন কারণে তা হারিয়ে গেলে ব্যাংককে তৎক্ষনাৎ লিখিতভাবে জানাতে হবে।

৯) জমাকারী যথাযথ ইনডেমনিটি বন্ড প্রদান করে ডুপ্লিকেট রসিদ ব্যাংকের নিকট হতে গ্রহণ করতে পারবেন।

১০) ক) আমানতকারীর মৃত্যুর পর প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী তাঁর মনোনীত ব্যক্তি গচ্ছিত টাকা গ্রহণ করতে পারবেন। একাধিক মনোনীতের ক্ষেত্রে গ্রাহক কর্তৃক নির্ধারিত অংশের হারে গচ্ছিত টাকা প্রদেয় হবে। তবে এ ক্ষেত্রে মনোনীত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গকে তাঁর/তাঁদের মনোনয়নের স্বপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে।

খ) কোন মনোনীত ব্যক্তি না থাকলে গচ্ছিত টাকা আমানতকারীর উত্তরাধিকারীকে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার সনদপত্র মোতাবেক হিসাবের স্থিতি পরিশোধযোগ্য হবে।

১১) উক্ত হিসাব থেকে সরকারী নির্দেশানুসারে যে কোন কর বা শুল্ক কর্তন করা যাবে।

১২) ব্যাংক যে কোন সময়ে এ জমা সংক্রান্ত যে কোন নিয়মাবলী সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে এবং হিসাবধারী তা মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন।

(১ম আবেদনকারীর স্বাক্ষর)	(২য় আবেদনকারীর স্বাক্ষর)	(৩য় আবেদনকারীর স্বাক্ষর)

মুদারাবা হজ্জ আমানত হিসাব

১) একক ব্যক্তির নামে একটি হজ্জ একাউন্ট খোলা যাবে। প্রাপ্ত বয়স্ক সুস্থ মস্তিস্ক সম্পন্ন যে কোন বাংলাদেশী মুসলিম নাগরিক হজ্জ আমানত হিসাব খুলতে পারবেন।

২) ইসলামী শরীয়াহ্-এর মুদারাবা নীতিমালার ভিত্তিতে হজ্জ আমানত হিসাবে জমা গ্রহণ করা হবে।

৩) আমানতকারীর নির্দিষ্ট ঠিকানার কোন পরিবর্তন হলে তা অবিলম্বে ব্যাংককে জানাতে হবে।

৪) ১ (এক) বছর থেকে ১০ (দশ) বছরের মধ্যে হজ্জব্রত পালনে আগ্রহী ব্যক্তি কত বছরের মধ্যে হজ্জ পালন করতে চান, তার ভিত্তিতে বিভিন্ন মেয়াদে মাসিক কিস্তিতে হজ্জের টাকার জমা গড়ে তুলবেন।

৫) যে বছরে হিসাব খোলা হবে, সে বছরের কিস্তির হার প্রযোজ্য হবে। হজ্জ আমানত হিসাবে জমাকৃত টাকার স্থিতির উপর মুদারাবা নীতিমালার ভিত্তিতে মুনাফা প্রদান করা হবে।

৬) কোন আমানতকারী পরবর্তিতে হজ্জব্রত পালনে আগ্রহী না হলে এবং ১ বছর পূর্তির পূর্বে হিসাব বন্ধ করলে কোন মুনাফা প্রদান করা হবে না। ১ বছর পর অথচ মেয়াদ পূর্তির পূর্বে হিসাব বন্ধ করলে জমাকৃত টাকার উপর মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবের জন্য প্রযোজ্য হারে মুনাফা পাবেন।

৭) হজ্জ আমানত হিসাব থেকে কোন টাকা উত্তোলন করা যাবে না। তাই কোন চেক প্রদান করা হবে না।

৮) কিস্তি জমার ক্ষেত্রে ১২ কিস্তিতে বছর ধরা হবে।

৯) মুদারাবা হজ্জ আমানত হিসাব পরিচালনার জন্য ব্যাংকে একটি মুদারাবা সঞ্চয়ী/আল-ওয়াদী'আহ চলতি হিসাব থাকতে হবে। উক্ত মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব হতে ২৫ তারিখের মধ্যে স্থায়ী নির্দেশের মাধ্যমে কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে হবে। কিস্তির টাকা অগ্রিম প্রদান করতে চাইলে তা জমা নেওয়া হবে তবে মাসিকওয়ারী কিস্তির উপর মুনাফা দেওয়া হবে। উল্লেখ্য যে, চেকে কিস্তি জমা দিলে তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবে আদায় হতে হবে যাতে ২৫ তারিখের মধ্যে স্থায়ী নির্দেশের মাধ্যমে কিস্তির টাকা স্থানান্তরিত হয়। অন্যথায় খেলাপী কিস্তি গণ্য হবে। খেলাপী কিস্তির ক্ষেত্রে মাসিক ২৫ টাকা হারে বিলম্ব ফি পরবর্তী কিস্তির সাথে প্রদান করতে হবে।

১০) গ্রাহক কখনও কিস্তি খেলাপী হলে ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহকের নিকট হতে কোন ধরণের বিলম্ব ফি আদায় করা হবে না।

১১) বিলম্ব ফি আদায় না করার কারণে অথবা হিসাব চলাকালীন সময়ে কখনও অনিয়মিত কিস্তি প্রদানের ঘটনা সংঘটিত হলে স্বাভাবিকভাবেই মেয়াদপূর্তিতে ব্যাংকের ঘোষিত প্রদেয় অর্থের পরিমাণ অপেক্ষা হিসাবের মূল্যমান কম হবে। সেক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃক ইতোমধ্যে হিসাবকৃত মুনাফাসহ মোট স্থিতি (Balance with applied profit) মেয়াদান্তে গ্রাহককে প্রদান করা হবে।

১২) কোন আমানতকারী যদি পরপর ৪টি কিস্তি প্রদানে ব্যর্থ হন তাহলে স্বাভাবিক নিয়মে তার হজ্জ আমানত হিসাব বন্ধ হয়ে যাবে এবং জমাকৃত আমানতের উপর ৬নং প্যারায় বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী মুনাফা প্রদান করা হবে।

১৩) চূড়ান্ত মেয়াদ শেষে ব্যাংকের মুনাফাসহ জমাকৃত টাকা যদি উক্ত বছরের হজ্জের জন্য সর্বমোট খরচের কম হয় তবে বাকী টাকা এককালীন জমা করে হজ্জব্রত পালন করা যাবে। প্রকৃত খরচের চেয়ে বেশী হলে অতিরিক্ত টাকা জমাকারীকে ফেরত দেয়া হবে।

১৪) ক) মেয়াদ পূর্তির পূর্বে যদি কোন আমানতকারীর মৃত্যু হয় তাহলে তার মনোনীত ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ যথাযথ প্রমাণ সাপেক্ষে জমাকৃত টাকা উঠাতে পারবেন, তবে তারা ৬ নং প্যারা মোতাবেক মুনাফা পাবেন। কোন মনোনীত ব্যক্তি না থাকলে আদালতের উত্তরাধিকার সনদপত্র মোতাবেক হিসাবের স্থিতি প্রদান করা হবে।

খ) আমানতকারীর জীবিতাবস্থায় মনোনীত ব্যক্তির মৃত্যু হলে উক্ত মৃত ব্যক্তির মনোনয়ন বাতিল বলে গণ্য হবে। সে ক্ষেত্রে আমানতকারী নতুন করে মনোনয়ন দিতে পারবেন।

১৫) হিসাবের কিস্তির পরিমাণ, মেয়াদ পরিবর্তন বা নবায়ন করা যাবে না।

১৬) উক্ত হিসাব থেকে সরকারী নির্দেশ মোতাবেক কর/শুল্ক কর্তনযোগ্য হবে।

১৭) ব্যাংক কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় হজ্জ একাউন্ট সংক্রান্ত যে কোন নিয়মাবলী পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন বা বাতিল করতে পারবেন এবং হিসাবধারী তা মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন।

১৮) মেয়াদপূর্তির তারিখের পর নগদায়ন করা হলেও অতিরিক্ত মেয়াদের জন্য এই হিসাবে কোন অতিরিক্ত মুনাফা প্রদান করা হবে না।

(১ম আবেদনকারীর স্বাক্ষর)	(২য় আবেদনকারীর স্বাক্ষর)	(৩য় আবেদনকারীর স্বাক্ষর)

Shahjalal Islami Bank PLC.

Committed to Cordial Service

www. sjiblbd.com

Scan to find all
account opening forms

Scan to find us on
facebook

24/7 Call Center
Committed to Cordial Service
16302

Corporate Head Office: Shahjalal Islami Bank Tower, Plot No: 4, CWN(C), Gulshan Avenue, Dhaka-1212, Bangladesh
Phone: 02-222283457 (Hunting Number), Fax: + 02-222297607, Email: sjiblho@sjiblbd.com

SJIBL- 0386001, UCE-10/23, 25,000 Pcs.